দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JUN 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

24

শিক্ষাঙ্গনে পুনর্জাগরণ চাই ঃ ফার্স্ট লেডী

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য যথার্থ শিক্ষায় নিজেদের সুশিক্ষিত করে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষ–াঙ্গনে পুনর্জাগরণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর গতকাল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। খবর বাসসর।

ফার্স্ট লেডী বলেন, জনগণকে শিক্ষা গ্রহণে এবং প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে

(শেষ পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

ফার্স্ট লেডী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জাতিকে আরো আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত ও সত্যিকার আশার আবেগে অনুরণিত করা যায়।

বেগম এরশাদ গতকাল ঢাকায় তিতুমীর সরকারী কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা–৯০'এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, তথ্যমন্ত্রী ডঃ মীজানুর রহমান শেলী, তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদ সহ–সভাপতি আনোয়ারুল হক ও সংসদের অন্যান্য প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

এর আগে ফার্স্ট লেডী কলেজ প্রাঙ্গণে এসে পৌছলে কলেজ ছাত্র–ছাত্রীরা তাঁকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। কলেজ ছাত্রীরা রংবেরং–এর পোশাক পরে বেগম এরশাদের ওপর ফুলের পাপড়ী বর্ষণ করে। বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর ও রোভার স্কাউট সদস্যরা ফার্স্ট লেডীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের মধ্যে ফার্স্ট লেডীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েওঠে।

স্থানীয় এমপি ও কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি সিরাজদ্দীন আহমদ পথকলি ট্রাষ্টের জন্য বেগম এরশাদের নিকট ৫০ হাজার টাকার একটি চেক অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, বেগম এরশাদ পথকলি ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান।

ফার্স্ট লেডী বলেন, বিশ্ব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, তাই আমাদেরকেও বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নতি সাধন করতে হবে। তিনি বলেন, যদিও সাফল্য অর্জন খুবই কষ্টসাধ্য, তবু আমাদেরকে জনসাধারণকে শিক্ষিত ও দক্ষতাসম্পন্ন করে তা করতেই হবে।

নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফার্স্ট লেডী বলেন, শিক্ষিতা মায়েরাই হলেন দেশের অগ্রগতির দর্পণ।

বেগম এরশাদ বলেন, ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

বেগম এরশাদ দেশে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্রসমাজসহ তরুণ সমাজের প্রতি আহবান জানান।

বেগম এরশাদ কলেজের একটি মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য ৮ লাখ টাকা ও ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে রাখার জন্য ৫ লাখ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা থেকে যে সুদ আসবে তা কলেজ ছাত্রদের কল্যাণে ব্যয় হবে।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, আগের সকল সরকার অপেক্ষা প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষা খাতের ওপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট শিক্ষা–খাতের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বাজেটের এটাই সবা–ধিক বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত।

কাজী জাফর আহমদ পুনরুল্লেখ করেন যে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসেন তখন এ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকার সামান্য কিছু বেশী।

কাজী জাফর আহমদ আরো বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ১৭০ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম এ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলো।

তথ্যমন্ত্রী ডঃ মীজানুর রহমান শেলী বলেন, শিক্ষার অর্থ আলোর প্রতি আকর্ষণ। তিনি শিক্ষার অগ্রগতিতে ছাত্রসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবানজানান।

পরে ফার্স্ট লেডী কলেজের বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।